Sanatan Dharma

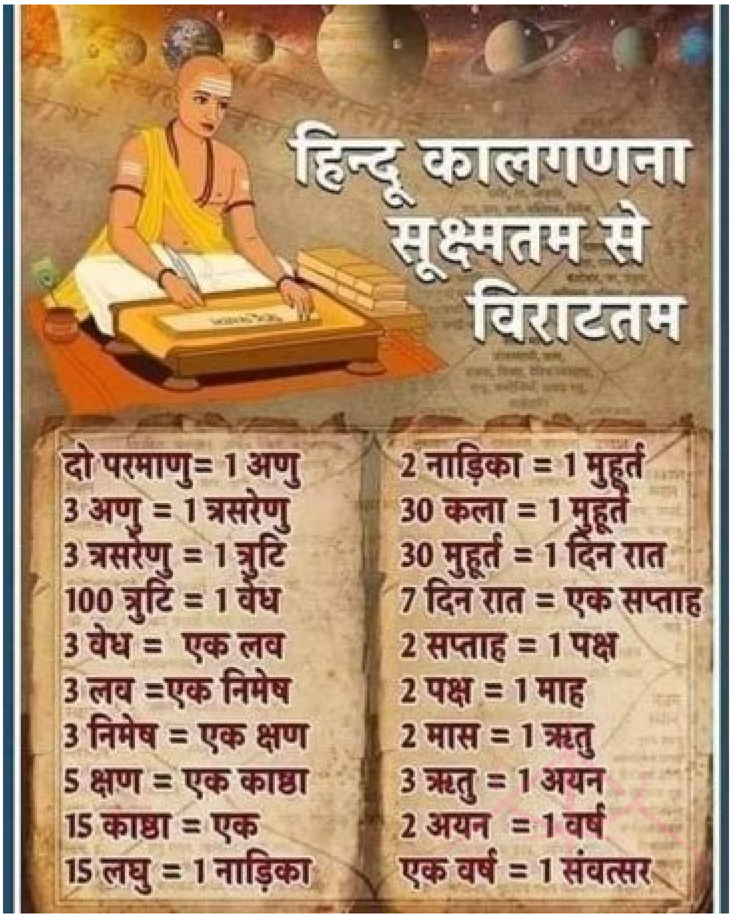

ধৃতি ,স্মৃতি ,আর্যব ,সৎসঙ্গ ,সংস্কার........ কাকে বলে ?

1. ধৃতি কাকে বলে ?
2. স্মৃতি কাকে বলে ?
3. আর্যব কাকে বলে ?
4. সৎসঙ্গ কাকে বলে ?
5. সংস্কার কাকে বলে ?
6. মর্যাদা কাকে বলে ?
7. সময়জ্ঞান কাকে বলে ?
8. মতি কাকে বলে ?
9.প্রতিশ্রুতি কাকে বলে ?
10.শাসন কাকে বলে ?
11. নিস্পৃহ কাকে বলে ?
12. সিদ্ধান্ত বাক্য কাকে বলে ?

1. ধৃতি কাকে বলে ?

উত্তর:-

শাস্ত্রে যে যে ধর্মাচরণ এর বিধান দেওয়া আছে --- সেই সেই ধর্মাচরণকে

Published on: Nov, 21 2023 09:23

সর্ব পরিস্থিতিতে ধারণ ও পালন করার যে দৃঢ় ধর্মবুদ্ধি তাকে ধৃতি বলে l

2. স্মৃতি বা মেধা কাকে বলে ?

উত্তর:-

শাস্ত্রে আছে যে পর নারীকে মাতৃবত (শাস্ত্রানুসারে নিজ পত্নী ছাড়া) জ্ঞান করে , কামবাসনাকে সংযত করে শাস্ত্রীয় বিধানে কামকে পরিচালনা করে বীর্য ধারণ করে -তারপর জপ এর দ্বারা বীর্যকে উর্ধমুখী করলে একটা স্মৃতিনাড়ি উৎপন্ন হয় , তারফলে গুরু প্রদত্ত বা শাস্ত্র উপদেশ ধারণ করার যে ক্ষমতা লাভ হয় তাকে স্মৃতি বা মেধা বলে l

পর নারীকে মাতৃবত দেখতে না পারলে বা পর নারীকে কামদৃষ্টিতে দেখলে বা পর নারীকে কামদৃষ্টিতে মনে মনে চিন্তা করলে বা শাস্ত্রীয় বিধানে কামকে পরিচালনা করে বীর্য ধারণ করে -তারপর জপ এর দ্বারা বীর্যকে উর্ধমুখী না করতে পারলে এই শাস্ত্রীয় স্মৃতি বা মেধা লাভ হয় না l

3. আর্যব কাকে বলে ? ?

উত্তর:-

যে কোনো জড় কারণে --- লাভ-ক্ষতি , সম্মান-অপমান , সুখ-দুঃখ , প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তি , আসক্তি-বিরক্তি ইত্যাদিতে মনকে বিশেষ চেষ্টার দ্বারা সমভাবে সর্বদা রাখার যে মানসিক ক্ষমতা তাকে শাস্ত্রে আর্যব বলে l এই আর্যব ক্ষমতা না অর্জন করতে পারলে সাধনার উর্ধক্রম গতির একধাপ অগ্রগতি লাভ করা সম্ভব হয় না l তাই ইহা অতি প্রয়োজন l

4. সৎসঙ্গ কাকে বলে ?

উত্তর:-

শাস্ত্রানুসারে যিনি সবকিছুর মধ্যেও নিত্য-সনাতন-অক্ষয়-অনাদি-অক্ষর-পরাগতিস্বরূপ তিনিই একমাত্র স্বয়ং "সৎ " স্বরূপ l আর বেদান্ত মতে "সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম-ই " একমাত্র "সৎ " স্বরূপ -> অন্য কেহ নহে l তাই সমাধি অবস্থায় যখন সেই স্বয়ং "সৎ " স্বরূপ সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম এর সঙ্গে যুক্ত হয় - সেই অবস্থা কে সৎসঙ্গ বলে l -ইহাই মূল "সৎসঙ্গ" l

আর ব্যবহারিক ভাবে সেই স্বয়ং "সৎ " স্বরূপ সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম এর আলোচনা শাস্ত্রানুসারে যেখানে হয় , তাকে ব্যবহারিক বা সামাজিক জীবনের "সৎসঙ্গ" বলা হয় l

ধর্মের নাম যা খুশি আলোচনাকে বা স্বয়ং "সৎ " স্বরূপ সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম এর মূলতত্ত্ব আলোচনা না করে অন্য আলোচনা যারা করে "সৎসঙ্গ" বলে -তারা ধর্মের নাম গ্লানিস্বরূপ l একমাত্র শাস্ত্রবিধি অনুসারে যেখানে মূল স্বয়ং "সৎ " স্বরূপ সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম এর মূলতত্ত্ব আলোচনা বা কর্ম হয় তাকেই প্রকৃত পক্ষে বাহ্যিক "সৎসঙ্গ" বলে l

5. সংস্কার কাকে বলে ?

উত্তর:-

এই "ব্রহ্মকে " জানা বা পাওয়া এর জন্যে শাস্ত্রানুসারে যে আচরণ -তাকেই একমাত্র "ধর্মাচরণ" বলে l আর "ধর্মাচরণকেই " শাস্ত্রানসারে সংস্কার বলে l তাই নিজেকে শাস্ত্রানসারে ধর্মীয় শিক্ষায় শিক্ষিত না করলে তার সংস্কার হয় না , আর যার সংস্কার হয় নি তাকে মানবিক উন্নতি ধরা হয় না l

তাই নিজের মানবিক উন্নতির জন্যে নিজের শাস্ত্রীয় সংস্কার অতি প্রয়োজন l সংস্কার এর মধ্যে প্রধান সংস্কার হলো দীক্ষা ও শিক্ষা সংস্কার l

6. মর্যাদা কাকে বলে ?
উত্তর:-
সমাজ - সংস্কার-আত্মোন্নতি-মানবকল্যান হেতু ---> যে কোনো সম্পর্ক , পদ , কর্ম ও ভাব এর যে গুরুত্ব তা জেনে সেই নিয়ম এবং সম্মান করার নাম হলো মর্যাদা । এটাকেই সাধারণ ভাষায় মর্যাদাবোধ বা গুরুত্ববোধ বলে ।
যেমন :-
1. শিষ্য এর কাছে গুরুদেবের মর্যাদাবোধ বা গুরুত্ববোধ ।
2. সন্তান এর কাছেই বাবা- মা এর মর্যাদাবোধ বা গুরুত্ববোধ ।
3.পতি বা পত্নী এর কাছে একে ওপরের মর্যাদাবোধ বা গুরুত্ববোধ ।
4. ভাই / ভাই / বোন এর কাছে একে ওপরের মর্যাদাবোধ বা গুরুত্ববোধ ।
5. শাসক এর কাছে প্রজাদের মর্যাদাবোধ বা গুরুত্ববোধ ।
6.মালিক এর কাছে কর্মচারীদের মর্যাদাবোধ বা গুরুত্ববোধ ।
7. নিজের দায়িত্বও ও কর্তব্য এর প্রতি মর্যাদাবোধ বা গুরুত্ববোধ ।
8. বাবা- মা এর কাছে সন্তানদের মর্যাদাবোধ বা গুরুত্ববোধ ।
9. সমাজ বা সংসার বা প্রতিবেশী এর উপর মর্যাদাবোধ বা গুরুত্ববোধ ।
10. দেশে এর নাগরিক হিসাবে নিজের মর্যাদাবোধ বা গুরুত্ববোধ ।
ইত্যাদি বহু প্রকারের মর্যাদাবোধ বা গুরুত্ববোধ আছে , সেই গুলো শিক্ষা করে পালন করাকে মর্যাদা বলে ।

7. সময়জ্ঞান কাকে বলে ?
উত্তর:-
একজন সাধারণ সুস্থ মানুষ নিয়মিত পূর্ণ 1 বার নিঃশ্বাস এ 2 সেকেন্ড + 1 বার প্রঃশ্বাস এ 2 সেকেন্ড = 4 সেকেন্ড লাগে ।
এই 4 সেকেন্ডকে শাস্ত্র মতে 1 প্রাণ বলেছে অর্থাৎ 4 সেকেন্ড= 1 প্রাণ ।
4 সেকেন্ড=1 বার নিঃশ্বাস+1 বার প্রঃশ্বাস=1 প্রাণ (1 টি পূর্ণশ্বাস ধরা হয়)
তাহলে ...
4 সেকেন্ড=1 প্রাণ
60 সেকেন্ড = 1 মিনিট =15 প্রাণ
60 মিনিট = 1 ঘন্টা = (60×15)=900 প্রাণ
24 ঘন্টা = 1 অহোরাত্র (দিন+রাত) = (24× 900)= 21600 প্রাণ
অর্থাৎ
1 অহোরাত্র = 21600 প্রাণ --> ইহাকেই (21600) শাস্ত্রে প্রাণের গণনার ধ্রুবক সংখ্যা বলে । ইহার দ্বারা ইহ জীবনে কে কত প্রাণ সংখ্যা পেয়েছে বা তার আয়ু এই প্রাণের গণনার ধ্রুবক সংখ্যা দিয়ে নির্ণয় করা যায় ।
তাহলে যে কোনো লোকের আয়ু তারই প্ররারাদ্ধ কর্ম অনুসারে নির্দিষ্ট হয়ে থাকে ।
অর্থাৎ আমাদের প্রত্যেকের নিজের নিজের প্ররারাদ্ধ কর্ম অনুসারে অটলভাবে নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত নিজের রক্ত-মাংসের শরীরে প্রাণধারণের সীমা থাকে তাকেই আয়ু বলে । তাই আয়ুর গণনা যোগে শাস্ত্রে প্রাণের গণনার ধ্রুবক সংখ্যা 21600 দিয়ে করা হয় । কারণ প্রাণ ই একমাত্র আয়ুর ধারক ।
তাই জানা গেলো যে আমাদের প্রত্যেকের আয়ুকাল অটল ।
তাই শাস্ত্রানুসারে আমাদের প্রত্যেকের নিজের নিজের আয়ুকাল এর মধ্যে ঈশ্বর প্রদত্ত সব কর্ম সম্পন্ন করতে হবে । তাই প্রতিটি কর্ম ও বিষয় এর জন্যে কতটা

সময় লাগা কমম্পক্ষে প্রয়োজন সেটো জেনে সেই সময়ের মধ্যে যিনি কর্ম করতে পারেন তাকেই শাস্ত্রে সময়জ্ঞান বলে l
যিনি সময় এর গুরুত্ব বুঝেই কর্ম করেন তার কর্ম সফলতা প্রাপ্ত হয় l আর সময়জ্ঞান হীন ব্যাক্তি কোনো কাজেই সফল হতে পারেন না l
তাই শাস্ত্রে সময়জ্ঞান অতি প্রয়োজন l

8.মতি কাকে বলে ?
উত্তর:-
শাস্ত্রীয় বিধানে একাগ্রভাবে ক্রিয়া বা কর্ম করার যে মানসিক দৃঢ়তা তাকে মতি বলে l যেমন যে কোনো পরিস্থিতিতে দৃঢ় ভাবে আমি ধর্ম আচরণ করবো , গুরু-শাস্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস রাখবো দৃঢ় ভাবে -- এই যে মানসিকতা ও একাগ্রতা এবং কর্ম করার ক্ষমতা --একেই শাস্ত্রে "মতি " বলেছে l

9. প্রতিশ্রুতি কাকে বলে ?
উত্তর :-
যে কোনো কথা কাহাকেও দিলে বা কোনো কর্মের মানসিক অনকে বা নিজে সংকল্প করলে তা স্থান-কাল-পাত্র ভেদে - সেই কথা বা মানসিক সংকল্প বা কর্ম পূর্ণ ভাবে রক্ষা করার নাম "প্রতিশ্রুতি" l যার "প্রতিশ্রুতি" নামক শাস্ত্রের এই গুনটি নেই তিনি কখনো ধর্মের "সত্য " আচরণ পালনে সক্ষম হয় না l "প্রতিশ্রুতি" হলো ধর্মের "সত্য " আচরণ এর প্রধান অঙ্গ l

10. শাসন কাকে বলে ?
উত্তর:-
শাস্ত্রানুসারে যে ব্যাক্তি/ যে বিধান বা যিনি ধর্মআচরণ , সংযম , সাধনা, সমাধি , মোক্ষ , ঈস্বরপ্রাপ্তি, মানবকল্যাণশিক্ষা ,আত্মউন্নতির ও ব্রহ্মজ্ঞানলাভ এর জন্যে উপদেশে বা আদেশে দেনে তাকেই শাসন বলে l ইহা একমাত্র মূল সনাতন শাস্ত্র / সৎগুরু / ব্রাম্হস্থিতি সম্পন্ন মহাপুরুষ / কোনো ধার্মিক ব্যাক্তি/ প্রকৃত কল্যাণকামী ব্যাক্তিই করতে পারে কোনো কেহে নহে l
আর সামাজিক ভাবে কোনো সৎও ধার্মিক বাবা-মা বা নিকট কল্যাণকামী গুরুজনেরো সামাজিক লোকে কল্যানহেতু শাসন করার অধিকারের কথা শাস্ত্রে আছে l

11. নিস্পৃহ কাকে বলে ?
উত্তর:-
যিনি জগতের সমস্থ জড় বস্তু বা সম্পর্ক বা সম্পত্তি বা কামনাকে অস্থায়ী বা অনিত্য জানেন বা ভাবেন বা এই ভাবনাতেই সর্বদা স্থিতি থাকেন -- সেই রকম ব্যাক্তির সামাজিক বা প্ররাদ্ধকর্ম বসত কর্তব্য বা দায়িত্ব জ্ঞানে কর্ম করলেও অন্তরে কোনো আসক্তি বা কামনা থাকে না -- এই রকম ভাবস্থিতি অবস্থাকেই নিস্পৃহ অবস্থা বলে l এই নিস্পৃহ অবস্থা ব্যাতিত উন্নত জ্ঞান ও ভক্তি লাভ সম্ভব হয় না l
তাই ধর্মআচরণ ও সাধনার জন্যে এই নিস্পৃহ ভাব অতি প্রয়োজন l

12. সিদ্ধান্ত বাক্য কাকে বলে ?
উত্তর:-

বেদান্ত ও মূল বৈদিক দর্শন শাস্ত্রে আছে যে.....
1.মানব শরীর ও মানব জীবনের মূল উদ্দেশ্য কি ?
2.মানবতার চরম বিকাশ কি ?
3.আত্মজ্ঞান কি ?
4. পরমাত্ম জ্ঞান কি ?
5. ব্রহ্মজ্ঞান কি ?
6. ব্রাম্হস্থিতি কি ?
7. মোক্ষ কি ?
8. পরা ভক্তি বা প্রেম কি ?
9. নিত্যলীলা কি ?
10. পুরুষোত্তম কে বা কি তত্ত্ব ?
11. প্রকৃত নিত্যতা কি ?
12. চরম বা পরম পর্যায় কি ?
13.সৃষ্টি-স্থিতি-লয় কি ?
14.সময় চক্র কি ?
15. অমৃতস্য পুত্র কি বা কেন ?
চরম শেষ পর্যায় এর এই সকল উপরুক্ত প্রশ্ন আর তার পরম পর্যায় উত্তর ও পথ এর যে বিধান তাকেই "সিদ্ধান্ত বাক্য" বলে l (যার পর আর কোনো প্রশ্ন বা উত্তর থাকে না)
****
নিষ্কাম কর্ম কাকে বলে ?
উত্তর:-
কোনো প্রাপ্তি বা প্রত্যুৎপ্রকার কামনা না করে এবং প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তিতে সমজ্ঞান রেখেই ---> যিনি নিজের ও অন্যজনের প্রকৃত মুক্তির জন্যে , ভগবত লাভের জন্যে , আত্মউন্নতির জন্যে , পরম জ্ঞান লাভের জন্যে , পড়া ভক্তি বা প্রেম লাভের জন্যে ,পরমাত্ম প্রাপ্তি এর জন্যে , ব্রহ্মজ্ঞান ও ব্রহ্মস্থিতি এর জন্যে , মানবহিত এর জন্যে , জগৎ বা দেশ ও জনের কল্যাণ ও সুরক্ষার জন্যে , অসহায় এর সহায় এর জন্যে , গুরু - ইস্ট - মা - বাবা - গুরুজন এর সেবার জন্যে ,মনুষত্ব এর বিকাশ এর জন্যে যে যে কর্ম করা হয় তাকেই নিষ্কাম কর্ম বলে l
আর....
ইহলোকিক জড় -->শরীর সম্বন্ধীয় কামনা, রূপ কামনা , সংসার বাসনা , ভোগ বাসনা ,ঘর-বাড়ি-গাড়ি কামনা, সম্পর্ক কামনা , সস্পত্তি বা অর্থ কামনা, মান-সম্মান কামনা, পদ এর কামনা , শক্তি কামনা , আধিপত্য কামনা, বাদ্ধতা বা বশীকরণ কামনা , উত্তরাধিকার পদ বা সম্পত্তি এর কামনা , মৃত্যুর পর সর্গ কামনা , পুণ্য কামনা , অস্থায়ী যে কোনো বস্তুর অস্তিত্বের স্থায়িত্ব এর কামনা , ইন্দ্রিয় সুখ কামনা , কোনো কামনা করে পূজা - যজ্ঞ - মন্ত্র -জপ - ব্রত - হরিনাম - ধর্মউৎসব - বস্ত্রদান - অন্নদান - অর্থদান - পরোপকার ইত্যাদি কর্ম সকল কামনা করে ,প্রাপ্তি ভাবনা সহকারে যে কর্ম করা হয় তাকে সকাম কর্ম বলে l
সাধারণ ভাবে কামনা না করে এবং প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তিতে সমজ্ঞান এ থেকে যে কোনো শুভ বা কল্যাণ কর্ম করা হোক না কেন তাকেই নিষ্কাম কর্ম বলে l
এই নিষ্কামভাব স্থিতি থেকেই ধর্মের পথ শুরু হয় l যে কোনো প্রকার সকাম ভাব থাকলে প্রকৃত ধর্ম পথে যাওয়া শুরুই হয় না l তাই নিষ্কামভাব ধর্ম আচরণের প্রথম ধাপ

l
****
**
3.নষি্কাম ভাবনা কাকে বলে ? উত্তর:- শুধু ঈশ্বর প্রাপ্তি, ব্রহ্মজ্ঞান প্রাপ্তি, ব্রহ্মস্থিতি লাভ ,মোক্ষ প্রাপ্তি, পরাভক্তি প্রাপ্তি, আত্মজ্ঞান লাভ , পরমাত্ম জ্ঞান লাভ , নিঃস্বার্থ লোক কল্যাণ , নিঃস্বার্থ মানব কল্যাণ , নিঃস্বার্থ জীব কল্যাণ , নিঃস্বার্থ পরোপকার , নিঃস্বার্থ দেশ ভক্তি, নিঃস্বার্থ গুরু-মা-বাবা সেবা , নিঃস্বার্থ সমাজ সেবা , মনুষত্বের বিকাশ ইত্যাদির চিন্তাগুলির মধ্যে কোনো প্রকারের চিন্তা যার মধ্যে কায়-মন-বাককেই আপনা-আপনি অন্তর থেকে সহজাত ভাবে হয় , তাকেই একমাত্র নিষ্কাম ভাবনা বলে l 4.নিষ্কাম ভক্তি কাকে বলে ? উত্তর:- কেও যদি ঈশ্বর বা ভগবান বা পরব্রহ্ম বা পুরুষোত্তম বা পরমাত্মা এর কাছে যে কোনো শুদ্ধ ভাব নিয়ে , কোনো কামনা তো দূরের কথা -নিজের জন্যে মোক্ষ পর্যন্ত কামনা না করে , তিনি কি চান বা তিনি কি করলে খুশি হন বা কিভাবে তার সেবা করলে তার বিনোদন হয় -তা জেনে যতই কষ্ট হোক তা পরিপূর্ণ রূপে করাকেই নিষ্কাম ভক্তি বলে l এই নিষ্কাম ভক্তির পুন্ পুন্ অভ্যাসে সাধক পরা ভক্তি লাভ করে l 5.নিষ্কাম যোগ সাধনা কাকে বলে ? উত্তর :- যে যোগ সাধনা শুধু ঈশ্বর প্রাপ্তি, ব্রহ্মজ্ঞান প্রাপ্তি, ব্রহ্মস্থিতি লাভ ,মোক্ষ প্রাপ্তি, পরাভক্তি প্রাপ্তি, আত্মজ্ঞান লাভ , পরমাত্ম জ্ঞান লাভ , নিঃস্বার্থ লোক কল্যাণ , নিঃস্বার্থ মানব কল্যাণ , নিঃস্বার্থ জীব কল্যাণ , নিষ্কাম ভাব শুদ্ধি, এবং মনুষত্বের পূর্ণ বিকাশ এর জন্যে করা হয় - সেই যোগ সাধনাকেই একমাত্র নিষ্কাম যোগ সাধনা বলে l উপরুক্ত ওই ক-একটি কারণ ছাড়া যদি অন্য কোনো কামনা-বাসনা নিয়ে যোগ সাধনা করে তাকে নিষ্কাম যোগ সাধনা বলে না l যদি কেও কোনো কামনা-বাসনা নিয়ে যোগ সাধনা করে - তাকে শাস্ত্রে প্রকৃত যোগী না বলে ধর্মের গ্লানি স্বরূপ ব্যাক্তি বলেছে ল 6.নিষ্কাম প্রেম কাকে বলে ? উত্তর :- যে ঈশ্বর প্রেমে সর্বক্ষণ শুধু ঈশ্বর এর স্মরণ -মনন, সেবা , ধ্যান-সমাধি, ঈশ্বর এর আদেশ পালন , ঈশ্বর এর উদ্দেশে পূর্তি ছাড়া , আর কোনো পরিস্থিতিতেই কোনো প্রকারের কোনো কামনা ঈশ্বর এর কাছে করার মতো কোনো মানসিকতা থাকে না সেই অবস্থাকেই নিষ্কাম প্রেম বলে l

Published on: Nov, 21 2023 09:23